দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

31

খাগড়াছড়ির অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা সমস্যা

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥ জেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, বিজ্ঞানবিষয়ক যন্ত্রপাতির অভাব পাঠাগারে বইয়ের অভাব, তীব্র অর্থ সংকট ও জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ভবন সংস্কারে দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি অভিন্ন সমস্যা বিরাজ করায় মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ব্যাহত হইতেছে। জানা যায়, খাগড়াছড়ি জেলার আটটি থানায় ছয়টি সরকারীসহ তেত্রিশটি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৯টি মাদ্রাসায় নানা-মুখী সমস্যা বিরাজ করায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়াও দারুণভাবে হতাশ। শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণের অভাব, আসবাবপত্র সংকটের কারণে অধিকাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম। প্রায় সবকয়টি বিদ্যালয়ে ৪/৫ জন করিয়া শিক্ষকের পদ শূন্য। শূন্য পদসমূহের মধ্যে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষকের অভাবই সবচাইতে বেশী। খাগড়াছড়ি সদর থানার পেরাছড়া, কমলছড়ি, মুনিগ্রাম, পানখাইয়া-পাড়া, কলেজিয়েট ও মিউনিসিপ্যাল মডেল জুনিয়র স্কুল, ঠাকুর-ছড়া ও পেরাছড়া জুনিয়র হাই-স্কুলে অর্থ সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগও সম্ভব হইতেছে না। ছাত্রসংখ্যা অনুসারে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ও শ্রেণী-কক্ষের অভাব। অর্থের অভাবে উল্লেখিত বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসাংস্কৃতিক বিষয়ক সরঞ্জাম ও বিজ্ঞানবিষয়ক সরঞ্জাম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সংস্থান করা সম্ভব হইতেছে না। প্রায় বিদ্যালয়ে এখনও লাইব্রেরী স্থাপন সম্ভব হয় নাই। খেলাধুলার জন্য মাঠেরও অভাব। খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা, রামগড় ও মানিকছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অডিটোরিয়াম নির্মাণসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করা দরকার। দীঘিনালা ও মানিকছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এখনও সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয় নাই। দীঘিনালার বড়াদম উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর- রেংকার্যা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা খুবই খারাপ। মহালছড়ি থানার লেগুছড়ি, সিঙ্গিনালা, উল্টাছড়ি ও মাইচছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, মাটিরাংগা থানার গুইমারা হাইস্কুল, আমতলী হাইস্কুল ও কদমতলী হাইস্কুল এবং পানছড়ি থানার পুজগাং ও লোগাং হাইস্কুল ও পানছড়ি পাইলট হাইস্কুলে বিদ্যমান অর্থ ও শিক্ষক সংকটসহ বহুমুখী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। রামগড় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাটিরাংগা পাইলট হাইস্কুল মহালছড়ি ও পানছড়ি পাইলট হাইস্কুল এবং লক্ষছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়কে জরুরী ভিত্তিতে সরকারী করা দরকার। অপরদিকে জেলা সদরের একটিসহ মোট নয়টি মাদ্রাসায়ও অর্থের অভাব, শিক্ষক সঙ্কট শ্রেণী কক্ষের অভাব ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে ধর্মীয় আরবী শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। এদিকে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ কর্মকর্তা কর্মচারী সংকটের কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সুষ্ঠু তদারকীতেও ব্যাঘাত ঘটিতেছে।